ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরিপ

বাংলাদেশে দুর্নীতির শীর্ষে পুলিশ ও নিম্ন আদালত

কাগজ প্রতিবেদক: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরিপ রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সবচে' দুর্নীতিগ্রস্ত খাত পুলিশ বিভাগ এবং নিম্ন আদালত। সরকারের বিভিন্ন খাত থেকে যারা সেবা নেন তাদের মধ্যে সবচে' বেশিসংখ্যক মানুষ দুর্নীতির শিকার হন পুলিশ বিভাগের হাতে, যার হার ৮৩ দশমিক ৬১ শতাংশ। আর নিম্ন আদালতে দুর্নীতির শিকার হন শতকরা ৭২ দশমিক ৭৮ ভাগ মানুষ।

দুর্নীতির ধরন, বিস্তার, কিভাবে এবং কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে তা জানা, দুর্নীতি এবং এর কারণ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের ধারণা বের করার লক্ষ্যে সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের পাঁচটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের স্ব স্ব চ্যাপ্টারগুলো একটি অভিন্ন প্রশ্নপত্রের আলোকে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সেবাদানকারী খাতের ওপর জরিপ গবেষণা করে। দক্ষিণ এশিয়ার দুর্নীতি শিরোনামে পরিচালিত এই গবেষণায় পাকিস্তান ব্যতীত বাংলাদেশের মতো দক্ষিণ এশিয়ার অন্য ৩টি দেশেও সবচে' দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসাবে পুলিশ এবং বিচার বিভাগের স্থান শীর্ষে। গবেষণাকৃত অন্য খাতগুলো হচ্ছে ভূমি প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ এবং কর বিভাগ।

রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ এবং কর বিভাগ থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫৫ দশমিক ৫৩ শতাংশ, ৩৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ, ৩২ শতাংশ এবং ১৯ দশমিক ২৫ শতাংশ জনগণ দুর্নীতির শিকার হন। তবে দেশের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত কোনটি– এ বিষয়ে যারা সেবা গ্রহণ করেছেন এবং করেননি এরূপ সকল উত্তরদাতার মত চাইলে ৩৯ শতাংশ পুলিশ বিভাগকে, ২১ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতকে, ১০ শতাংশ ভূমি প্রশাসনকে, ৬ দশমিক ৭৭ শতাংশ বিচার ব্যবস্থাকে এবং ৫ দশমিক ৭৭ শতাংশ শিক্ষা খাতকে চিহ্নিত করেছেন।

দেশব্যাপী পরিচালিত টিআইবি'র পরিবার জরিপ গবেষণায় দুর্নীতির এ চিত্র উদঘাটিত হয়। গত এক বছরে সরকারি ৯টি খাত থেকে সেবা নিয়েছেন এ ধরনের পরিবার সদস্যদের ওপর গবেষণা জরিপটি পরিচালিত হয়। উল্লিখিত ৭টি খাত ছাড়া অন্য খাতটি হচ্ছে কৃষি ব্যাংক। প্রায় সকল ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী সরাসরি অথবা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ঘুষ দাবি করেন। খুবই কম সংখ্যক সেবা গ্রহণকারী নিজে সরাসরি ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব করে। সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতির জন্য জনগণ প্রধানত জবাবদিহিতার অভাবকেই দায়ী করেছেন।

মিথ্যা গ্রেফতার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা নিতে গিয়ে ৯৫ দশমিক ৬৫ শতাংশ জনগণ দুর্নীতির শিকার হন। ৯০ দশমিক ৯১ শতাংশ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে,

৮৭ দশমিক ৬২ শতাংশ অভিযোগ দাখিল করতে এবং ৭৫ শতাংশ অন্যান্য পুলিশি কাজে দুর্নীতির শিকার হন। ২৪ শতাংশ কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তা, ১৯ শতাংশ তদন্তকারী কর্মকর্তা, ১৩ শতাংশ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ৪ শতাংশ অফিসের করণিক দ্বারা দুর্নীতির শিকার হন। জরিপে দেখা যায়, যেসব পরিবার পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে সহায়তা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, তাদের গড়ে ৯ হাজার ৬শ' ৭৫ টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। এ হিসাবে বাংলাদেশের যেসব পরিবার এক বছরের মধ্যে পুলিশ প্রশাসনের কাছে সাহায্য নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘুষ হিসাবে ২ হাজার ৬৬ কোটি টাকা আদায় করে।

পুলিশ বিভাগের পরই দ্বিতীয় সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে নিম্ন আদালত, যার হার ৭৫ দশমিক ৩২ শতাংশ। নিম্ন আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৬৬ শতাংশ কোর্টের কর্মচারী, ১৩ শতাংশ পিপি, ১০ শতাংশ বিপক্ষ উকিল এবং ৮ দশমিক ৬২ শতাংশ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা দুর্নীতির শিকার হওয়ার কথা বলেছেন সেবা গ্রহণকারীরা। যেসব পরিবার নিম্ন আদালতের কাছ থেকে সহায়তা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, তাদের গড়ে ৭ হাজার ৮শ' টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। এ হিসাবে জনগণের কাছ থেকে বছরে ১ হাজার ১শ' ৩৫ কোটি টাকা নিম্ন আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা ঘুষ হিসাবে আদায় করে।

ভূমি প্রশাসন তৃতীয় দুর্নীতিগ্রস্ত খাত। ভূমি প্রশাসনের কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে পরিবার সদস্যদের গড়ে ৩ হাজার ৫শ' ৯ টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। এ হিসাবে এ খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এক বছরে ১ হাজার ৫শ' ১৫ কোটি টাকা ঘুষ হিসাবে আদায় করে। মিউটেশনের কাজে গড়ে ২ হাজার ২শ' ৮৩ টাকা, জমি পাওয়ার জন্য গড়ে ২ হাজার ১শ' ২৯ টাকা, ভূমি জরিপ করার জন্য গড়ে ১ হাজার ৮শ' ৯৬ টাকা এবং স্ট্যাম্প কেনার জন্য গড়ে তাদেরকে ১ হাজার ৮শ' ২৪ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।

জরিপ রিপোর্টে বলা হয়, স্বাস্থ্য সেবা নিতে আসা পরিবার সদস্যদের ৪৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ হাসপাতালে 'বিকল্প' প্রক্রিয়ায় ভর্তি হয়। ৩০ শতাংশ বেড পেতে, ১৯ শতাংশ ওষুধ পেতে, ১৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ এক্সরে করাতে, ১৩ দশমিক ৬২ শতাংশ প্যাথলজিক্যাল টেস্টের জন্য এবং ৩ শতাংশ রক্ত পেতে অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার কথা বলেছেন। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে পরিবার প্রতি ১ হাজার ৮শ' ৪৭ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে। এই হিসাবে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে গত এক বছরে জনগণের প্রায় ১২শ' ৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে। চিকিৎসা নিতে আসা জনগণ ৫৬ শতাংশ ডাক্তার দ্বারা, ৩৬ শতাংশ হাসপাতাল স্টাফ এবং ৫ শতাংশ নার্স দ্বারা দুর্নীতির শিকার হওয়ার কথা বলেছেন।

শিক্ষা খাতে পরিবার সদস্যদের ৮৭ শতাংশ শিক্ষক দ্বারা দুর্নীতির শিকার হওয়ার কথা বলেছেন। যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পর দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদেরকে বছরে গড়ে মাথাপিছু ৭শ' ৪২ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে। ২০০০ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৩ কোটি ১০ লাখ ছাত্র-ছাত্রী আছে। এ হিসাবে এক বছরে শিক্ষা বিভাগের অনিয়মের ফলে দেশের ৪০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী, যারা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, তাদের ৯শ' ২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে যেসব পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়, তাদেরকে গড়ে বছরে ৯শ' ৫০ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে। এ হিসাবে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বছরে ১শ' ৮২ কোটি টাকা ঘুষ হিসাবে আদায় করে। বৈধ এবং অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ, যথাযথ সরবরাহ পাওয়া বিল পরিশোধ, ওভার বিল এবং খেলাপি বিলের জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন না করাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগে দুর্নীতি সংঘটিত হয়। বিকল্প প্রক্রিয়ায় যারা বিদ্যুৎ সংযোগ নেন তাদের মধ্যে ৯৮ শতাংশ পরিবার সংযোগ নেওয়ার জন্য অফিস স্টাফকে ঘুষ দিয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার পর বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কাজের জন্য যারা এক বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছেন তাদের মধ্যে ৩২ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হবার কথা বলেছেন।

যেসব পরিবার কর দিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয় তাদের বছরে গড়ে ৩শ' ১৮ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে। এ হিসাবে দেখা যায়, কর বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বছরে ১২ কোটি টাকা ঘুষ হিসাবে আদায় করে। কর পরিশোধের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা পরিবার সদস্যরা দুর্নীতির শিকার হন। অন্যদিকে কৃষি ঋণ পাবার ক্ষেত্রে ৬৭ দশমিক ৪ শতাংশ আবেদনকারীকে কৃষি ব্যাংক কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে হয়।

টিআইবি জানিয়েছে, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, ন্যায়পাল নিয়োগ, প্রশাসনিক সংস্কার, নীতি-নির্ধারকদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সর্বোপরি দুর্নীতিবিরোধী একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে দুর্নীতি রোধ করা যেতে পারে। পুলিশ প্রশাসনের দুর্নীতি রোধ করার লক্ষ্যে টিআইবি ইতিমধ্যে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাবেক এবং কর্মরত শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। দুর্নীতি রোধের কৌশল বের করার লক্ষ্যে আগামীতে দুর্নীতিগ্রস্ত বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের সঙ্গে টিআইবি আলোচনা চালিয়ে যাবার আশা রাখে।